প্রকাশনার ৭১ বছর
সংবাদ
ঢাকা
শনিবার
২৪ পৌষ ১৪২৮
৮ জানুয়ারি ২০২২
মূল্য ৮ টাকা

কিশোরগঞ্জ :বারি সরিষার মাঠ দিবসে কৃষক-কর্তারা -সংবাদ

বারি সরিষা-১৪, ১৭ আবাদে হাওরাঞ্চল হবে দু'ফসলি

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

*হাওরের পানি অক্টোবরের দিকে নেমে গেলে বারি আহরণের পর একই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা যায়
*ভোজ্যতেল নামে আমদানি করা তেলের দুই-তৃতীয়াংশই পামওয়েল, এক-তৃতীয়াং সয়াবিন। এই এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিনকে দুই-তৃতীয়াংশ পামওয়েলের সাথে মিশিয়ে পুরোটাই সয়াবিন নামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। বারি সরিষা-১৪ এবং বারি সরিষা-১৭ আবাদ বৃদ্ধির মাধমে পামওয়েলের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব

দেশে বছরে ভোর্জ্যতেলের চাহিদা রয়েছে ১২ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন। দেশে উৎপন্ন হয় মাত্র ২ লাখ ৩৬ হাজার মেট্রিকটন। ফলে আমদানি করতে হয় ১০ লাখ৪৯ হাজার মেট্রিক টন। আর ভোজ্যতেল নামে আমদানি করা এসব তেলের দুই-তৃতীয়াংশই-পামওয়েল, এক-তৃতীয়াং সয়াবিন। এই এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিনকে দুই-তৃতীয়াংশ পামওয়েলের সাথে মিশিয়ে পুরোটাই সয়াবিন নামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণ আর্থিকভাবেও প্রতারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত অধিক মাত্রার তেলের আধার বারি সরিষা-১৪ এবং বারি সরিষা-১৭ আবাদ বৃদ্ধির মাধমে পামওয়েলের দৌরাত্ম বন্ধ করে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব। গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা ড. ফেরদৌসী বেগম বুধবার জেলার নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউনিয়নের নানশ্রী গ্রামের একটি মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেছেন। সরেজমিন কিশোরগঞ্জ গবেষণা বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মানবেন্দ্রনাথ সরকারের সঞ্চালনায় 'তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি' প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিকলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেনও বক্তব্য রাখেন। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৭ এর আবাদ বৃদ্ধির ওপর এ মাঠদিবস অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানিগণ আরও বলেন, দেশে ভোজ্য তেলের মধ্যে প্রধানত সরিষা, তিল ও সূর্যমুখির আবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। উন্নত জাত উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে আবাদ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, বারি-১৪ এবং বারি-১৭ সরিষা থেকে তেল আহরণের হার স্থানীয় জাতের তুলনায় ৬৫ থেকে ৮০ ভাগ বেশি। সমতল এলাকায় আমন ধান কাটার পর একই জমিতে এই সরিষার আবাদ করা যায়। আবার সরিষা আহরণের পর একই জমিতে বোরো ধানেরও আবাদ করা যায়। কাজেই একই জমিতে অনায়াসে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব। অন্যদিকে নিচু এলাকার হাওরের পানি অক্টোবরের দিকে নেমে গেলে এসব জমিতে বারি সরিষার আবাদ করে সরিষা আহরণের পর আবার একই জমিতে 'বোরো' ধানের আবাদ করা যায়। কাজেই হাওরাঞ্চলকে আর তখন এক ফসলি বলা যাবে না, হয়ে যাবে দু'ফসলি। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ভোজ্যতেল উৎপাদনের হারও বেড়ে যাবে।

নানশ্রী এলাকায় কৃষক শফিকুল ইসলাম, তার ভাই রফিকুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামসহ ৮ জন কৃষক প্রায় ৫ একর জমিতে এবার বারি সরিষা-১৪ আবাদ করেছেন। জমিতে অভাবনীয় ভাল ফলন পেয়ে কৃষকরা বেশ খুশি। আশপাশের অন্য কৃষকরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। মাঠ দিবসের আলোচনা শেষে কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি কর্মকর্তারা এসব সরিষা জমি পরিদর্শন করে ফলন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।